মেহেরপুরে আরও ৭৫ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৭৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩৩ জন, গাংনীতে ৩৫ জন মুজিবনগর ৭ জন।

সোমবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৩২টি। তারমধ্যে ৭৫ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৬৯৭ জন।

তার মধ্যে সদরে ২৫৩ জন, গাংনীতে ৩২৯ জন এবং মুজিবনগরে ১১৫ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৬২ জন (আজ সোমবার সকাল ৮ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন)।

মৃতদের মধ্যে সদরে ২২ জন, গাংনী ২৪ জন ও মুজিবনগরে ১৬ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোরের চিকিৎসা চলবে ডায়াবেটিক হাসপাতালে

করোনা রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম পোহাচ্ছেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা। করোনা রোগীর চাপ এতটায় তীব্র এই হাসপাতালে করোনা ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।
ইতিমধ্যে পুরো হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা করা

হয়েছে।

এদিকে হাসপাতালে আগত অনান্য রোগীদের চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সোমবার থেকে কুষ্টিয়া সদর আসনের সাংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের পরামর্শক্রমে পার্শ্ববর্তি কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোরের রোগী দেখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
সেই সাথে কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক হাসপাতালের ওয়ার্ডের রোগী ভর্তিও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর আগে ১৩ দিন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আউটডোরের রোগী দেখা বন্ধ ছিলো। করোনাকলীন এই দুর্যোগে চিকিৎসা সেবা যাতে ব্যাহত না হয় এজন্য সহযোগীতার হাত বারিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালে সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু ও সাধারণ সম্পাদক মোশফেকুর রহমান টর্লিন।

হাসপাতালের সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু বলেন, কুষ্টিয়া সদর আসনের সাংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের পরামর্শক্রমে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, চিকিৎসা সেবা দিতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সাথে ডায়াবেটিক হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সরাও সহযোগীতা করবে।

উল্লেখ্য কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতাল ডায়াবেটিস রোগীদের সামগ্রিক কল্যাণে নিবেদিত নিবন্ধিত একটি সামাজিক, অলাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘদিন যাবৎ সুনামের সঙ্গে সেবা প্রদান করে এ অঞ্চলের একটি অন্যতম চিকিৎসা সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

কুষ্টিয়ায় আকিজ গ্রুপের পক্ষ

থেকে হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা হস্তান্তর

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ২টি হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা (এইচএফএনসি) হস্তান্তর করা হয়েছে।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা (এইচএফএনসি) হস্তান্তর করা হয়।

আকিজ গ্রুপের নিজস্ব অর্থায়নে আদ্বদীন হাসপাতাল কুষ্টিয়া শাখার ব্যবস্থাপক রবিউল আওয়াল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এসব প্রদান করেন।

অনুষ্ঠাবে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর দেলদার হোসেন, বিএমএ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ এসএম মুস্তানজীদ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ এমএ মোমেন, হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএম) ডাঃ তাপস কুমার সরকার, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সালেক মাসুদ, সার্জারী ডাঃ সুরেস কুমার তুলসান, গাইনী এ্যান্ড অব্স ডাঃ মনোরমা সরকার, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আরমান হোসেন, ডাঃ খালিদ সাইফুল্লাহ সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মকতাগন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় আকিজ গ্রুপের পক্ষে জানানো হয়, করোনা মোকাবিলায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ২টি হাই ফ্লো নজেল ক্যানোলা (এইচএফএনসি) দিয়ে সহযোগিতা করছে এবং আকিজ গ্রুপের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

হাসপাতালের পরিচালক আকিজ গ্রুপকে এই মানবিক সেবায় এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে, সীমান্তবর্তী জেলা কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৯২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

এদিকে গত ৭ দিনে কুষ্টিয়ায় ১৪১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর এই ৭ দিনে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গাংনীতে বিতরণ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

এক সপ্তাহের কঠোর লক ডাউনে কর্মহীন দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ বিতরণ শুরু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর বারটার গাংনী পৌরসভার দাসপাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ উপহার সামগ্রী প্রদান শুরু হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানম। উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদুল ইসলাম জুয়েলসহ পৌর কাউন্সিলরবৃন্দ।

৩০০ পরিবারের জন্য ১০ কেজি চাল, দুই কেজি আলু, দুই লিটার তেল, এক কেজি লবন, এক কেজি ডাল, এক টি সাবান, এক কেজি চিনি, এক প্যাকেট সেমাই, এক প্যাকেট মাস্ক ও নগদ ৫০০ শত টাকা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত

করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই লকডাউন ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনের ৫ম দিনেও মেহেরপুরে অভিযান চালানো হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান চালান।

বাংলাদেশ সেনানিবাস যশোর ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন নাহিয়ান ইমতিয়াজের নেতৃত্বে কোট এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় অযথা যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অযাথা বাইরে না আসার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো

কুষ্টিয়ায় করোনায় সর্বোচ্চ ২১ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৫ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়। এসময় ৬০৯ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১৯৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন। তিনি বলেন, গত শনিবার সকাল থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৩ জন ও করোনা উপসর্গে ৬জন মারা গেছে এবং কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১জন ও নিজ বাড়িতে করোনায় একজন মারা গেছেন।

জেলায় ২৪ ঘণ্টায় এটিই সর্বোচ্চ মৃত্যু। কুমারখালী উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিন করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন করোনায় আক্রান্ত ১জন এবং বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ১জন করোনা রোগী মারা গেছেন। মৃত দুজনের বাড়িই উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, গত একদিনে জেলায় পরীক্ষা বিবেচনায় করোনা শনাক্তের হার ৩১ দশমিক ৬৯ শতাংশ। নতুন করে শনাক্ত হওয়া ১৯৩ জনের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৩৬ জন, দৌলতপুরের ৪৫ জন, কুমারখালীর ৩১ জন, ভেড়ামারার ২৭ জন, মিরপুরের ২৩ জন এবং খোকসার ৩১ জন রয়েছেন।

বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৪৯৩ জন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২৬৫ জন এবং হোম আইসোলেশনে আছেন ২ হাজার ২২৮ জন। এদিকে করোনা প্রতিরোধে কুষ্টিয়ায় চলমান লকডাউন আগামী ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে।

কুষ্টিয়ায় দিনব্যাপী অভিযানে একজনের কারাদণ্ড ও ৮৫ জনকে জরিমানা

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে কুষ্টিয়া জেলা শহর, কুষ্টিয়া পৌরসভাধীন এলাকা ও বিভিন্ন উপজেলাসমূহে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

রবিবার দিনব্যাপী জেলার ৬টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন রকম

সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

দিনব্যাপী অভিযানে মোবাইল কোর্টে ১১ টি অভিযানে ৭৩ টি অভিযানে একজনকে কারাদণ্ড ও ৮৫ জনকে ৬৮ হাজার ৪৮০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে নির্মাণাধীন ৫০ শয্যা হাসপাতালের কাজে অনিয়ম! কাজ বন্ধ করলেন মেয়র

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণাধীন ৫০ শয্যা হাসপাতালের বর্ধিতকরণের মূল ভবনের কাজে নিম্মমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার ও কাজে কারচুপির আশ্রয় নেওয়ায় নির্মাণ কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয় পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম।

রবিবার সকালে স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতাল ভবন পরিদর্শনে যান। ঘটনাস্থলে যেয়ে মেয়র দেখেন নিম্ন মানের বালি ও ঢালাই কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে কারচুপি করা হচ্ছে। এসময় তিনি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত লোকজনকে কাজ বন্ধ করতে বলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, কাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা সহ প্রকৌশলী আব্দুর রহিম। এ খবর লেখা পর্যন্ত নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতাল ভবনের কাজ বন্ধ ছিল।

সূত্রে জানাযায়, ২০২০ সালে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্য থেকে ১’শ শয্যা বিশিষ্ট উন্নতিকরণে নির্মানাধীণ ৫০ শয্যা হাসপাতালের বর্ধিতকরণের মূল ভবনের কাজ শুরু হয়। যা, অনিক ট্রেডিং কর্পোরেশন নামে ঢাকার একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের কাজ করছে। ২ বছর মেয়াদে কাজের শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠে। নিম্মমানের বালি, ঢালাইয়ে কুচি পাথর ব্যবহার না করা, এমনকি সিডিউল অনুযায়ী কাজ না করার অভিযোগের খবর পাওয়া যায়।

২৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩’শ ৯৫ টাকা ব্যায়ে নির্মিত কাজে নার্স ডরমেটরী ৫ম তলা, কনসালটেন্ট ভবন ৫ম তলা, ডক্টরস্ কোয়াটার ৪র্থ তলা (ভার্টিকাল ২য় তলা), নার্স কোয়াটার ৪র্থ তলা (১তলা সম্প্রসারন) ভবন নির্মান কাজ শুরু হয়।

এরই মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কাজের অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠলেও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ বিষযে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেননি। স্থানীয় পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন পরিদর্শনে গিয়ে নিম্মমানের কাজ দেখতে পেয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত লোকজনকে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

দর্শনা কলেজপাড়ার রাস্তটি ক্ষতিগ্রস্থ! মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে মানুষের চলাচল

দর্শনা পৌরসভা এলাকা কলেজপাড়ার রাস্তটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ ঝুঁকি নিয়ে মানুষ চলাচল করছে। দর্শনা পৌরসভার সামনের বটতলা থেকে দর্শনা মুজিবনগর সড়ক পর্যন্ত চলাচলকারী কলেজ পাড়ার রাস্তাটি মারত্মক ঝুকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রায় ৪শত মিটার এ রাস্তটির মাঝখান থেকে ড্রেন রয়েছে।

ফলে ড্রেনের উপরের স্লাবগুলো দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর ধরে অর্ধেক করে ভেঙ্গে রড বেরিয়ে গেছে। ফলে কলেজ পাড়ার এ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি এখন মরন ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এলাকাবাসী জানাই দীর্ঘদিন ধরে এ রাস্তাটি স্লাবগুলো ভেঙ্গে গেলেও দেখার যেন কেউ নেই। এ বিষয় ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র রেজাউল জানান জানান এ রাস্তার বিষয় আমি মেয়র ও ইঞ্জিনিয়াকে জানিয়েছি। তবে তিনি আমাকে জানিয়েছে অচিরেই স্লাবগুলো নিমার্ন করে দেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]